২০-০৮-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণের যাত্রায় সময় দিতে থাকো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, সবার থেকে মমত্ব দূর হয়ে যাবে, বাবার গলার হার হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- গড ফাদারের কাছে তোমরা বাচ্চারা কোন দুটি শব্দের পড়া পড়ো ?

উত্তর :-- গড ফাদার তোমাদের এই পড়া পড়ান যে -- হে আত্মারা, এই 'দেহের ভাব' ত্যাগ করো আর 'আমাকে স্মরণ করো' - এই দুটি শব্দ এই কারণে পড়ানো হয় কেননা, এখন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ায় পুরানো শরীর আর নিতে হবে না । তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে । আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যেতে এসেছি তাই এই দেহ সহ সবকিছু ভুলতে থাকো ।

গীত :-- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি.....

ওম্ শান্তি । শালগ্রাম বাচ্চারা জানে যে, আমরা কোনো মানুষের কাছে শাস্ত্র শুনছি না । একে সৎসঙ্গ বলা হয় না, পড়া বলা হয় । মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তারা বলবে যে, আমরা সৎসঙ্গে যাই অথবা বলবে, আমরা কলেজে যাই । এ তো তোমরা জানো যে, সৎসঙ্গে সাধু, সন্ত, বিদ্বান আদিরা শোনান । স্কুলেও মানুষই টিচার, প্রফেসর ইত্যাদি হয়, এখানে কোনো মানুষ নেই । ইনি হলেন বেহদের রুহানী বাবা, যাঁকে বলা হয় -- ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা -- এই মহিমা দেবতাদেরও থাকে না, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরেরও থাকে না । এই মহিমা হলো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার । এখন বাচ্চারা জানে যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীর ধারণ করে অভিনয় করছেন । এই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের কেউই পড়াতে পারবেন না । ব্রহ্মাকেও জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । এঁকে প্রজাপিতা বলা হবে আর একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । তিনিই পতিতদের পবিত্র করেন কেননা জ্ঞানের সাগরের থেকেই সদগতি হয় । এ হলো নতুন কথা । গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে তাকে খন্ডন করে দিয়েছে । এখন মানুষ কিভাবে জানবে যে, নলেজফুল পরমপিতা পরমাত্মা এসে নলেজ দেন । এ কথা মানুষ ভুলে যায় । এমনও নয় যে, শাস্ত্র ইত্যাদি দ্বাপরের আদিতে লেখা হয় । তা নয়, বোঝানো হয় যে, বাবার চিত্র, মন্দির ইত্যাদি প্রথমে নির্মান হয়, যা দিয়ে ভক্তি শুরু হয় । পূজার যোগ্য হলেন একমাত্র শিব । এমন নয় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর , জগদম্বা বা জগৎ পিতা পূজার যোগ্য । এঁদের সবাইকে পূজার যোগ্য করেন একমাত্র বাবা । তাহলে তাঁর ভক্তি অবশ্যই বেশী হবে । এই ব্রহ্মা তো কিছুই নয় । এঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা যদি না আসে, তাহলে এনার কি পূজা হবে ? সবার সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা । এই বিচার সাগর মন্থন করতে হয় । ভক্তি কিভাবে শুরু হবে ? শিববাবা তো বিচার সাগর মন্থন করেন না । বাচ্চাদের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । সরস্বতী, যিনি ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, তাঁকেও বিচার সাগর মন্থন করতে হয় । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন একজনই, যদি তিনি না আসেন তাহলে এই দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র কে করবেন ? সমস্ত মনুষ্য মাত্রই এখন পতিত । এখন শিববাবা যদি না আসেন তাহলে এই স্বর্গের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা কে দেবে ? নিশ্চয়বুদ্ধি না থাকলে বিজয় মালায় গ্রথিত হতে পারবে না । সুপুত্র সন্তানরা সবসময় গলার হার হয় । বাবাও খুশী হন যে - এই বাচ্চা বড় সুপুত্র এবং আজ্ঞাকারী । অনেক মা - বাবা আছেন, যাদের ১২ - ১৪ টি সন্তান থাকে, তাদের মধ্যে কেউ

কুপুত্র কেউ আবার সুপুত্রও হয় । পতিত – পাবন বাবা ছাড়া পতিতদের উদ্ধার কেউই করতে পারে না । তোমরা জানো যে গঙ্গা নদীর উপর গঙ্গার মন্দির আছে । তাই বোঝা উচিত যে, এই গঙ্গা কে ? এ কি কোনো শক্তি, যার দ্বারা পতিত থেকে পবিত্র হয় বা এই জলে পবিত্র হওয়া যায় ? বাবা বলেন যে, গঙ্গা পতিত – পাবনী নয় । যোগ ছাড়া কেউই পবিত্র হতে পারবে না, তাই তোমাদের কোনো গঙ্গা স্নান করার দরকার নেই । যোগের অর্থ হলো স্মরণ । বুদ্ধির যোগ লাগাতে হবে । ওরা তো অনেক যোগ আসন ইত্যাদি করে । অনেক প্রকারের হঠযোগ করে, তাকে যোগ বলা যাবে না । মাতারা বা অবলারা হঠযোগ কি জানবে ?

মানুষ স্কুলে পড়ে কিন্তু সেখানে ধাক্কা খাওয়ার কোনো কথা থাকে না । কোনো না কোনো পরীক্ষায় তারা পাস করে । তারা জানে যে, এই পরীক্ষায় পাস করে আমরা এই হতে পারবো । এখানেও তোমরা জানো যে – এও এক পরীক্ষা, গড ফাদার এখানে পড়ান । তিনি হলেন পতিত – পাবন । তোমাদের হলো গড ফাদারলী স্টুডেন্ট লাইফ । বাবা তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে করেন ? তিনি বলেন – হে আত্মারা, এই দেহ ভাব ত্যাগ করো । এই পুরানো শরীরকে ছেড়ে দিতে হবে । প্রথম দিকে তোমাদের শরীর গোরা গৌরবর্ণ ছিল – এখন আয়রন এজের হয়ে গেছে । এখন তোমাদের তো এখানে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে না কেননা এখানে পাঁচ তত্বই তমোপ্রধান । এখন বাচ্চারা, আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবো । আগের কল্পেও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম । আমি কালেরও কাল । সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । তারপর তোমাদের অমরপুরীতে পাঠিয়ে দেবো । এ হলো মৃত্যুলোক, ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, তাই সঙ্গম যুগের একশো বছর প্রয়োজন । আর তো প্রত্যেক যুগ ১২৫০ বছরের হয় । সেই তুলনায় সঙ্গম যুগের আয়ু অনেক কম । ব্রাহ্মণদের যেমন টিকি ছোটো হয়, তেমনি সঙ্গম যুগের আয়ুও অনেক কম । এরপর এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে তখন বাড়ী ইত্যাদি বানানো শুরু হবে । ওখানে সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ আসেন । তিনি সুন্দর প্রাসাদ বানানোর জন্য আশ (ইচ্ছা) রেখে ছিলেন । যিনি সোমনাথ মন্দির বানিয়েছিলেন তিনি তো অবশ্যই আশ রেখেছিলেন । খুব কম লোকই এমন শখ রাখে, তারা কতো সুন্দর মন্দির বানিয়েছে । এক নম্বর পূজ্য হলেন শিববাবা, তারপর ভক্তিমার্গেও প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরী হয় । তাও বেশ কিছুদিন পরে তৈরী হয় । তারপর পূজা শুরু হয় । এখন তো ঘোর অন্ধকার । রাত সম্পূর্ণ হয়ে তারপর দিন আসে ।

বাবা বলেন যে, আমি রাত আর দিনের মাঝে আসি । মহাভারী লড়াইও তো আছে । লেখা আছে যে, যাদবদের পেট থেকে সেই জিনিস বের হয়েছিলো, যাতে সম্পূর্ণ কুলের বিনাশ হয়েছিলো । তোমরা দেখছো যে, বরাবর বিনাশের জন্য তৈরী করছে । মানুষ মনে করে – এর প্রেরক কেউ আছেন । দুজনেই বিনাশের জন্য বোম্বস বানিয়ে রেখেছে । বিপর্যয়ও আসবে । তোমরা তো প্রত্যক্ষভাবে দেখছো যে – স্থাপনাও হচ্ছে, বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে । মনে করো, কেউ বিনাশ দেখে নি কিন্তু বৈকুন্ঠ তো দেখেছে, তাই না । খুব ভালোভাবে পড়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । তোমাদের সাকার পড়ান না । এখানে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনো কথা নেই । এ তো জ্ঞান সাগর স্বয়ং পড়ান । তোমরা নিজেদের দেহী মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । ভগবান উবাচঃ – তিনি বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের সামনে বসে আছি । যারা আমার সন্তান হয় তাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত সন্তান, কেউ আবার নামমাত্র সন্তান হয় । প্রকৃত সন্তানদেরই এই অবিনাশী বর্সার অধিকার আছে । সংশয় বুদ্ধির বাচ্চাদের নামমাত্র সন্তান বলা হয় । তারা এই অবিনাশী বর্সা পেতে পারে না । তারা তখন পুরুষার্থ অনুসারে প্রজাতে চলে যায় । প্রকৃত সন্তানরা রাজ পরিবারে এসে যায় । তারা

বাবাকে ভালোবাসে, বাবাও তাদের ভালোবাসেন । গাওয়াও তো হয়, তোমার কাছে বলিহারি যাবো, নিজেকে সমর্পণ করবো । বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের সাহায্য করবো । সাহসী বাচ্চা, সাহায্যকারী ভগবান । আর সকলের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে একের সঙ্গে জুড়তে হবে । তোমরা বলো যে, আমরা বাবার । এ সবকিছুই বাবার । বাবাকে আমরা খারাপ খড়কুটো সবই দিয়ে দিই আর পরিবর্তে বাবার থেকে বেহদের বাদশাহীর অবিনাশী বর্সা নিই । এই পুরানো দেহের প্রতি আমাদের কোনো মমত্ব নেই । এ তো তমোপ্রধান রোগী শরীর । আমাদের কাছে আর কি আছে ? মানুষ যখন মারা যায়, সবকিছুই ছেড়ে যায় । তখন তার সবকিছুই করণীঘোরকে দিয়ে দেওয়া হয় । আমরা সবকিছুই তোমাকে দিয়ে দিই । এই মমত্ব দূর করার জন্য আমরা নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করি । মায়া তবুও বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাই ধীরে ধীরে যত আমার স্মরণে সময় দিতে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । তারাই আমার গলার হার হবে । বাবা কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন । বাবা বোঝান যে ড্রামা অনুসারে এই রথ আমার জন্য নির্ধারিত । আর কারোর মধ্যেই আমি আসতে পারি না । তোমরাও বলো যে ---- বাবা, আগের কল্পেও আমরা আপনার সঙ্গে এই বাড়ীতে, এই ড্রেসে মিলিত হয়েছিলাম আর আপনার থেকে এই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছিলাম । তাহলে এ কতো সহজ ।

বাবা বলেন যে, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো, আর কারোর দিকে যেন বুদ্ধি না যায় । তোমরা মনে রেখো ----অন্তকালে যে পুত্রের কথা মনে করে, যদি কাউকেও স্মরণ করেছো তাহলে সেখানে জন্ম নিতে হবে । কোথাও মমত্ব রাখা উচিত নয় । অন্তকালে যে স্ত্রীর কথা মনে করে ---- --বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করতের তার কতো মহিমা করা হয় । এক ওঙ্কার ---- তাঁর একটাই নাম । তিনি কোনো দ্বিতীয় শরীর নেন না, যে নামের পরিবর্তন হবে । তোমরা তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো তাই তোমাদের ৮৪ নামও হয় । বাবার মহিমায় গাওয়া হয় ------নির্ভয় , নির্বৈর, অকালমূর্ত ----তিনিই হলেন কালের কাল, তাঁকে কোনো কাল খেতে পারে না । আমি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাবো । নির্বৈর অর্থাত্ আমার কারোর সাথে কোনো শত্রুতা নেই । অকালমূর্ত, অযোনি অর্থাত্ আমি জন্ম - মরণে আসি না । তাঁর কতো মহিমা করা হয় । গায়নও আছে যে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা ----তিনি কলিযুগের দুঃখ হরণ করেন । সত্যযুগের সুখ দেন । বাচ্চারা জানে যে, ভারতে সত্যযুগে জীবনমুক্তি ছিলো । বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে ছিলো, স্মরণে তো আসে, তাই না । তাহলে অবশ্যই বাবা যখন সঙ্গম যুগে আসেন, তখন সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যাবেন, তোমাদেরকে সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন । এ কতো সহজ কথা কিন্তু মায়া এমনই যে, এখান থেকে বাইরে গেলেই সব ভুলে যাবে । গর্ভ জেলে যেমন ধর্মরাজের দ্বারা তোমাদের সাজা দিই, তোমরা ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকো যে আমরা ক্ষমা চাইছি যে এমন পাপ আর করবো না । বাইরে বের হলেই আবার পাপ করতে থাকো । এ হলোই মায়ার রাজ্য । সত্যযুগ, ত্রেতাযুগে মায়া থাকে না । সেখানে তো সুখই সুখ থাকে । এখন তোমরা পড়ছো । এখানে গৃহত্যাগের কোনো কথাই নেই । বাবা বলেন যে - দেহ সহিত সবকিছু ভুলে যাও । তোমাদের এ হলো বেহদের সন্ন্যাস । ওই সন্ন্যাসীদের হলো হদের সন্ন্যাস । জঙ্গলে গিয়ে আবার শহরে ফিরে আসে । কতো বড় বড় নাম রাখে । বাবা বলেন যে, আমি কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলি । কতো বৃদ্ধারা বলে, আমাদের ধারণা হয় না । আচ্ছা, এই কথা তো জানো যে পরমাত্মা আমাদের পড়ান ? তিনি বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো । এতে তো কোনো অসুবিধা নেই । এখন আমরা ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করেছি । এ হলো স্বদর্শন চক্র । আত্মার চক্রের দর্শন হয় । এখানেই নিরোগী কায়া হয় । চক্রকে জানলে তোমরা উঁচুর থেকে উঁচু পদ পাবে

তাই বাবা বলেন স্বদর্শন চক্রধারী হও । তিনি কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন । সহজ স্মরণ, সহজ সৃষ্টিচক্র, কোনো অসুবিধা নেই । এই হলো প্রকৃত কামাই । বাকি ধন – সম্পদ তো সব শেষ হয়ে যায়, সবকিছুই ছেড়ে যায় । সাগরের ঢেউ উথলে উঠবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসবে । ভারত ছিলো সত্য খণ্ড, সেইসময় অন্য কোনো খণ্ড ছিলো না । ভারত হলো শিববাবার জন্মভূমি । ভারত অনেক বড় তীর্থ । ভারতেই সোমনাথের মন্দির কতো সুন্দর তৈরী হয়েছে । এখন তো অনেক মন্দির বানানো হয় ।

বাবা বলেন যে, এই সময় বিয়ে করা হলো নিজের সর্বনাশ করা । শিববাবার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন হলো লাভের । শিববাবা যেমন সাজনও তেমনি তিনি আমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেন । তোমরা এখানে এসেছো, তোমরা জানো যে, আমরা এখানে নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হবো । এমন নয় যে পুরুষ গিয়ে আবার পুরুষ জন্মই নেবে । পরিবর্তন হতে থাকে । কোনো জন্মে পুরুষ শরীর, কোনো জন্মে আবার স্ত্রী শরীর । এরপর সত্যযুগ থেকে ত্রেতা কিভাবে হয়, তাও বোঝানো হয়েছে । এখন বাচ্চারা, তোমাদের নলেজফুল গড ফাদার পড়াচ্ছেন । মানুষ তো একসাথে ফাদার, টিচার আর সদ্গুরু হতে পারে না । ফাদার আর টিচার যদিও বা হতে পারে কিন্তু গুরু হতে পারে না । সেও সেই শরীরের বিদ্যা । এই বাবা তো একদম স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন । কোনো কথা বুঝতে না পারলে হাজার বার জিজ্ঞাসা করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) সুপুত্র, আজ্ঞাকারী হয়ে বিজয় মালায় গ্রথিত হতে হবে । বাবাকে নিজের আবর্জনা রূপী খড়কুটো দিয়ে, সমর্পণ করতে হবে, সবার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে ।

২) অন্তিম সময়ে যেন একমাত্র বাবা–ই স্মরণে থাকে, তারজন্য অন্য সকলের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :-- নিজেকে বাবাকে সঁপে দিয়ে, বুদ্ধিও বাবাকে সমর্পিত করে ডবল লাইট ভব

নিজেকে বাবার দায়িত্বে দিয়ে, নিজেকে বাবাকে সঁপে দিয়ে, অর্থাৎ নিজের সব বোঝা যদি বাবাকে দিয়ে দিতে পারো, তাহলেই ডবল লাইট হতে পারবে । বুদ্ধি দিয়ে যদি সমর্পিত হয়ে যাও তাহলে অন্য কোনো বিষয় বুদ্ধিতে আসবে না, ব্যস সব কিছুই বাবার, আর সবকিছুই যখন বাবার, তখন আর কিছুই বাকি থাকলো না, যখন থাকলোই না, তাহলে বুদ্ধি আর কোথায় যাবে, ব্যস একমাত্র বাবা, স্মরণের একটাই রাস্তা, এই রাস্তাতেই সহজ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে ।

স্লোগান :-- অটল সিংহাসনে বিরাজমান থেকে, সাক্ষীদ্রষ্টার ভূমিকা পালনকারীই হলো শ্রেষ্ঠ পার্টধারী ।